রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন

বাৎসরিক পরীক্ষা – ২০২০

উত্তরপত্র

বিষয় – ইতিহাস

শ্রেণী – তৃতীয় **পূর্ণমাণ - ১০০**

---

১ ক) c) স্থায়ী রূপ পায়

খ) c) চীনারা

গ) b) তাঁত

ঘ) b) মানুষ

ঙ) a) ইরাক

চ) c) বিমান

ছ) b) সভ্যতা

জ) c) ছবি দেখি এবং কথা শুনি

ঝ) b) মারা যেত

ঞ) b) বনে জঙ্গলে

ট) c) মানুষ

ঠ) c) উহ্

ড) b) মানুষের

ঢ) c) ভাত বা রুটি

ন) a) বহুপ্রচলিত

ত) b) নব্য প্রস্তর যুগে

থ) a) খাদ্য – উৎপাদক

দ) b) মেয়েরা

ধ) a) গ্রাম

ন) b) পিরামিড

প) c) ফ্যারাও

ফ) c) উত্তর – পূর্বে

ব) c) হোয়াং – হো

ভ) b) তামা

ম) b) ধাতু

য) c) ৫ হাজার বছর আগে

র) c) মিশ্র ধাতু

ল) b) সুবিধা

শ) b) বিভিন্ন

ষ) পাথরের

২ ক) পোকামাকড়, কীটনাশক

খ) দল

গ) কাঁচা

ঘ) নিরাপদ, জীবনের

ঙ) চাষবাসের

চ) ব্রোঞ্জ

ছ) তামা, ব্রোঞ্জ

জ) জ্ঞান

ঝ) পরিবর্তন

ঞ) নদীমাতৃক

ট) নগরকেন্দ্রিক

৩ ক) মিথ্যা

খ) মিথ্যা

গ) সত্য

ঘ) মিথ্যা

ঙ) সত্য

চ) সত্য

৪ ক) ওষূধ মাখা কাপড়ে জড়ানো মৃতদেহ কে বলা হয় মমি। মিশরের ফ্যারাও বা তার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার গায়ে ওষূধ মাখানো কাপড় জড়িয়ে কবর দেওয়া হত। এতে মৃতদেহ পড়ে নষ্ট হত না। মৃতের সঙ্গে তার প্রিয় জিনিস পত্র, কাপড় চোপড় ও খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হত।

খ) কবরের উপর বানানো খুব উঁচু বিরাট বিরাট পাথরের ত্রিকোণ ঢিবি কে পিরামিড বলে। পিরামিড মিশরীয়দের আশ্চর্য কীর্তি। মিশরীয়রা একটা গোটা পাহাড় কেটে অর্ধেক মানুষ অর্ধেক সিংহের একটা বিরাট মূর্তি করেছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছিল স্ফিংকস্।

গ) প্রাচীনকালে নদীকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর চারটি জায়গায় গড়ে উঠেছিল নদীমাতৃক সভ্যতা। এগুলি হল - ইরাকে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী দুটির মধ্যবর্তী উপত্যকায় গড়ে ওঠে মেসোপটেমিয় সভ্যতা, আফ্রিকার নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, ভারতের সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা এবং চিন দেশে হোয়াং – হো এবং ইয়াং – সিকিয়াং নদী দুটির মাঝে গড়ে ওঠা চিনা সভ্যতা।

ঘ) সুমের দেশের লোকেরা নরম মাটির পলিতে খাগের কলম দিয়ে লিখত, তাই এদের বলা হয় কীলক লিপি। অপরদিকে, প্রাচীন মিশরের লিপি ছিল অন্য রকম। সেই লিপিরও সৃষ্টি হয়েছিল ছবি থেকে, টাই এর নাম দেওয়া হয়েছে চিত্রলিপি।

ঙ) একেবারে আদিম মানুষ কোনো পোষাক পরত না। সে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত খালি গায়ে। গ্রীষ্ম – বর্ষা – শীত বিশেষ করে শীতে সে ভীষণ কষ্ট ভোগ করত। একবারে গোড়ার দিকে মৃত পশুর চামড়াকে রোদে শুকিয়ে ছিঁড়ে কেটে সেলাই করে সুন্দর পোষাক তৈরীর প্রথা চালু হল। ক্রমে ক্রমে কাপড় বুনল। শীতে ব্যবহারের জন্য মানুষ বুনতে শুরু করল পশম , তা দিয়েও পোশাক তৈরি করল। এসব পোশাক পরে তাকে দেখতে যেমন সুন্দর দেখাল তেমনই রোদ – বৃষ্টি – শীতের প্রকোপ থেকেও সে বাঁচল। খালি গায়ে আর ঘুরে বেড়াতে হল না। পোশাক মানুষ জাতির উন্নতি ঘটিয়েছে ।

চ) আজ থেকে প্রায় ৫ হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল ব্রোঞ্জের ব্যবহার। যে যুগে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হল, সেই যুগ কে বলা হয় তাম্র – ব্রোঞ্জ যুগ। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি তাম্র – ব্রোঞ্জ যুগেই বিকাশ লাভ করেছিল। তাম্র – ব্রোঞ্জ যুগ চলেছিল প্রায় দু' হাজার বছর ধরে --- লোহা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত।

ছ) হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য হ্রদ বা অন্য কোনো জলাশয়ের উপরে ঘর তৈরী করল মানুষ। প্রথম প্রথম বড়ো গাছ টুকরো টুকরো করে কেটে লতা আর চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে জলের উপর সে ঘর বানাত। তারপর অগভীর হ্রদের মাঝে খুঁটি পুঁতে তার উপর মাচা ও চালাঘর বানাল সে। এ ধরণের বাসস্থানকে হ্রদ বসতি বলা হয়। রাতে এই বসতিতে মানুষ নিরাপদে থাকতে পারত। এ ধরনের বাড়ির নমুনা ইউরোপ মহাদেশে পাওয়া গেছে।

জ) আদিম মানুষ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে জানত না। তাকে অনেক কষ্ট করে বনের ফল মুল জোগাড় করতে হত। পশু শিকার করতে হত তার মাংস খাবার জন্য। অর্থাৎ, তার কাজ ছিল অনেক কষ্টে খাদ্য সংগ্রহ করা - সে ছিল খাদ্য সংগ্রাহক। অপরদিকে, পশুপালন এবং চাষবাস শিখে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হল। সে নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করতে শিখল --- অর্থাৎ, এ বার মানুষ হল খাদ্য উৎপাদক। তার খাদ্যের সমস্যা মিটে গেল, খ্যাদ্যাভাসও পাল্টালো।

ঝ) মানুষ দেখেছিল, এক পশু যখন অন্য পশুকে হত্যা করে, তখন কিন্তু সে মৃত পশুটিকে ফেলে রেখে চলে যায় না, তার মাংস খায়। এর থেকেই মৃত পশুর মাংস খাওয়ার কথা মানুষের মাথায় এল। মৃত পশুর মাংস খেয়ে মানুষ দেখল, এতে অনেকক্ষণ পেট ভরা থাকছে, গায়ের জোরও অনেক বাড়ছে। মানুষ এবার তাই পশুদের মারার দিকে নজর দিল। একটা পশুকে মারতে পারলে তার শরীর থেকে অনেকটা মাংস পাওয়া যায়। অর্থাৎ অনেকটা খাবার

ঞ) এখন ট্রাক্টর দিয়ে জমি চষা হচ্ছে। আগের এক – ফসলি জমি এখন তিন – ফসলি হয়েছে। ফলন বাড়ানোর জন্য এখন ব্যবহার করা হচ্ছে উন্নত জাতের বীজ, জমিতে দেওয়া হচ্ছে নানান ধরণের সার। পোকামাকড় জাতে উৎপন্ন ফসল খেয়ে না ফেলে, সেজন্য ছড়ানো হচ্ছে নানা ধরণের কীটণাশক। ৫০ বছর আগে এইসব ভাবাই যেত না।

৫ ক) আমাদের দেশের উত্তর – পশ্চিম দিকে রয়েছে সিন্ধু নদ। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে সেই নদীর তীরে এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, এর নাম সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে মহেন – জো – দারো তে এবং উত্তর দিকে হরপ্পায় এই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধু উপত্যকায় মানুষরা ব্যবসা – বাণিজ্য থেকে শুরু করে কৃষিকাজ, ধাতুর ব্যবহার, দুর্গ তৈরি – সব ব্যাপারেই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তারা লিখতে পারতেন। সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে যে নগর তারা তৈরি করেছিলেন, তার ব্যবস্থাদী এত চমৎকার যে এখন তা আমাদের অবাক করে। সিন্ধু সভ্যতা আমাদের দেশের গৌরব। তবে মহেন – জো – দারো এবং হরপ্পা দুটো জায়গাই এখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

খ) লেখার কাজটা পৃথিবীর কোনও দেশেই খুব সহজভাবে হয় নি। পৃথিবীর সর্বত্রই লিপির উদ্ভব হয়েছিল ছবি থেকে। লিপির আবিষ্কারের পরে দরকারি কথাগুলো লিখে রাখল মানুষ। হিসেব নিকেশ করার সুবিধা হল। মানুষ নিজে যা জানত অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, তাও সে লিখে রাখতে লাগল। এই লেখাকে ঘিরেই মানুষের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন হল।

লেখাপড়ার ফলে জ্ঞান বাড়ল মানুষের, হিসেব নিকেশ শিখতে সুবিধা হল। যিনি বেশী পড়াশুনা করলেন, দলে তার খাতির বাড়ল। তার কাছে জানতে এল সবাই। ক্রমে মানুষ বুঝল এই পৃথিবীর অনেক অজানাকে জানার চেষ্টা করাই হল তার প্রধান কাজ। লেখাপড়ার মাধ্যমেই মানুষ অনেক কিছু শিখে নিতে পারল। মানুষ যা কিছুই লিখে রাখল তৈ স্থায়ী রুপ নিলো।

গ) আজ থেকে প্রায় সাত – আট হাজার বছর আগে পাথর খুঁজতে খুঁজতে মানুষ একদিন পেয়ে গেল ধাতু। মনে হয়, ভালো পাথর খোঁজ করতে গিয়ে মাটির নীচ খুঁড়তে খুঁড়তে একদিন সবুজ রঙের কিছু পাথর সে পেয়েছিল। অন্য পাথর দিয়ে জোরে জোরে ঘা মেরেও ওই পাথরগুলোকে কিছু করা গেল না, বরং আকার গেল বদলে। মানুষ বুঝল, এগুলো অন্য কিছু।

এরপর হয়তো কৌতূহলী মানুষ একদিন ওই পাথরের একটা মণ্ড আগুনে ফেলেছিল। আগুন নিভলে অবাক হয়ে মানুষ দেখল, পাথরের খণ্ডটা আগুনের তাপে গলে নি। লাল হয়ে গেছে। গরম অবস্থায় একে আঘাত করে যে কোনও আকার দেওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ঠান্ডা হলে সেই আকারই থাকছে। মানুষ বুঝল, এই সবুজ পাথর তার অনেক উপকারে আসবে। সে তার নাম দিল তামা। তামাকে আগুনে পিটিয়ে মানুষ তৈরী করল নানা ধরণের তীক্ষ্ণ ফলার হাতিয়ার, নানা রকমের পাত্র এবং গয়না। এভাবে তামা হয়ে উঠল মানুষের ব্যবহৃত প্রথম ধাতু।

ঘ) নতুন প্রস্তর যুগের শেষ দিকে মানুষ কাপড় বোনার কৌশল আবিষ্কার করল। পোশাক পরতে শুরু করার পর থেকেই মানুষ হল সুসভ্য। এর মধ্যেই আর একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল মানুষের সমাজে ---- মানুষ কথা বলতে শিখেছিল। কথার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ঘটাতে শিখেছিল। কথার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ঘটাতে শিখেছিল। সম্ভবত আজ থেকে আট হাজার বছর আগে সে শুধুমাত্র শব্দ করত এবং অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাত। ঠিক কীভাবে ভাষার সৃষ্টি হয়, তা বলা যায় না। তবে কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করে , মানুষ অন্যান্য প্রাণীর থেকে অনেকটা এগিয়ে গেল। পশুদের ভাষা নেই, মানুষের আছে। অন্য মানুষদের কাছে কথা বলে বোঝাতে পারে , সে কী চায়। দলবদ্ধভাবে আলোচনা করে নিজেদের সমস্যার সামাধান করতে পারে। কথা বলতে পারার এই হল সুবিধা। এই সুবিধার জন্যই অন্যান্য প্রাণীদের পিছনে ফেলে সে এগিয়ে গেল। মানুষ হয়ে উঠল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী। এক কথায়, ভাষা আবিষ্কার মানুষের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।